



বাস্তুভেদা
ভাষা
বাংলা
চাই

বাস্তুভেদা
ভাষা
বাংলা
চাই

বাস্তুভেদা
ভাষা
বাংলা
চাই

বাস্তুভেদা
ভাষা
বাংলা
চাই

বাস্তুভেদা
ভাষা
বাংলা
চাই

বাস্তুভেদা
ভাষা
বাংলা
চাই

বাস্তুভেদা বাংলা চাই
আমাদের দর্শি মানতে হবে

ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় হলেও এর সূচনা হয় ১৯৪৮ সাল হতে। বর্তমানে ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের গর্ব ও অহংকারের বিষয়। পৃথিবীতে রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার নিদর্শন খুবই কম দেখা যায়। তাই বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি যাঁরা বুকের রক্ত ঝরিয়ে শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে। এখানেই আমাদের ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত।

ভাষা আন্দোলনের কারণ

- ১. বাংলা ভাষা চর্চায় পথ রোধ করা: পাকিস্তানিরা বাংলা ভাষা গবেষণা ও চর্চায় বাধা সৃষ্টি করার কারণে এদেশের মানুষ ভাষা আন্দোলনের ডাক দেয়। পশ্চিমারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তাই বাঙালিরা বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার দাবিতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
- ২. বাংলা ও উর্দু ভাষার বিতর্ক: এদেশের ভাষা বিতর্ক বহুদিনের। ইংরেজ শাসনের শুরুতে এদেশের ভাষা ছিল ফারসি। পরবর্তীতে ইংরেজরা ইংরেজি ভাষা বাধ্যতামূলক করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিক লীগ প্রধান মুহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণি তাদের স্বার্থে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে, ড. মো. শহীদুল্লাহ, ড. মো. এরামুল হক প্রমুখ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। ফলে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে উর্দু ও বাংলা ভাষা বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

- **সাংস্কৃতিক কারণ:** বাঙালি জাতিসত্তা বাংলা ভাষার ভিত্তিতে গঠিত। অথচ পাকিস্তানিরা ভাষার উপর আঘাত হেনে পুরো জাতি ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। অধিকন্তু, পাকিস্তানের অর্ধেকেরও বেশি (৫৪.৬%) মানুষের ভাষা বাংলা। রাষ্ট্র গঠনের পূর্বেই তাই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ভাষাবিদ ও গবেষকরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। এজন্য ‘তমুদুন মজলিস’ সহ কয়েকটি সংগঠন গড়ে ওঠে। ‘তমুদুন’ আরবি শব্দ। এর বাংলার অর্থ হচ্ছে সভ্যতা। আর এর পুরো অর্থ সভ্যতার সংগঠন। কাজেই সভ্যতা রক্ষার্থে আন্দোলন হবেই। এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানিদের চাপিয়ে দেয়া উর্দুর বিপরীতে বাঙালির দাবি হচ্ছে বাংলাকেও (উর্দুর সাথে/অন্যতম) রাষ্ট্রভাষা করা। তাদের মতো উর্দুকে বাদ দিয়ে বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করা নয়।
- **৪. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অস্তিত্ব রক্ষা:** বাঙালিকে টিকে থাকার জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অস্তিত্ব রক্ষা করা বাধ্যতামূলক। এজন্য বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অপরিহার্য। তাই বাঙালিরা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
- **৫. জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সংগঠিত করা:** ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতিকে সংগঠিত করার একটি মাধ্যম। এ আন্দোলন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের পাশাপাশি বাঙালি জাতিকে সংগঠিত করার সুযোগ করে দেয়। এর ফলে জাতীয়তাবাদী শক্তি সংগঠিত হয় এবং বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে।

- ৬. বাংলা ভাষার মর্যাদা: এদেশের প্রায় সকলেরই মায়ের ভাষা ছিল বাংলা। অথচ এখানে রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এটি বাংলা ভাষার জন্য অবমাননাকর। এদেশের মানুষ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে ভাষার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে চায়। এজন্যই আন্দোলন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।
- ৭. চূড়ান্ত স্বাধীনতা লাভ: বাংলাদেশে স্বাধীন হওয়ার পিছনে অর্থাৎ চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের পথেও ভাষা আন্দোলনের বীজ জড়িত ছিল। মূলত ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এ জন্যই ভাষা আন্দোলনের সাথে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
- ৮. রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠা: বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠাই ভাষা আন্দোলনের মূল বা প্রধান কারণ। এদেশের শিক্ষিত সমাজ চেয়েছিল পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। যারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। তারা বাংলাকে নিয়ে গর্ববোধ করতো। উপরন্তু, দেশের অগণিত ছাত্রসমাজ স্বাধীন দেশে মাতৃভাষার কথা বলার অধিকার চেয়েছিল। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তা দিতে অস্বীকার ও উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দেয়ায় ভাষা আন্দোলন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

- ৯. অর্থনৈতিক কারণ: ভাষা আন্দোলনের পিছনে অর্থনৈতিক কারণও ক্রিয়াশীল ছিল। বাংলার প্রায় সব মানুষই বাংলায় কথা বলে। তাদের অনেকেই শিক্ষার্থী, চাকরি প্রত্যাশী ও চাকরিজীবী ছিল। শিক্ষিত বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিসহ পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাংলা ভাষাভাষীরা ভাষা জটিলতায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় তৎপর ছিল। সরকারের নিম্নপদস্থ বহু কর্মচারীদের বিরাট এক অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি বসবাস করতো। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকেই ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের ধর্মঘট, হরতাল, কর্মবিরতি, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ আন্দোলন প্রভৃতি ভাষা আন্দোলনে ব্যাপক গতি সঞ্চারণ করে। এছাড়াও সরকারের বৈষম্য নীতি, ক্ষমতাসীন লীগ সরকারের অযোগ্যতা, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক এলাকাব্যাপী দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব ইত্যাদি অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশ ভাষা আন্দোলনের নেপথ্যে কাজ করে।
- ১০. রাজনৈতিক কারণ: ভাষা আন্দোলন মূলত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন রূপে শুরু হলেও তা পরবর্তীতে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। বাঙালি জাতি স্বাধীনতার অগ্নিমণ্ডলে দীক্ষিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার এক বলিষ্ঠ সংগ্রামে। পূর্ব বাংলায় রাজনীতিবিদরা ক্ষমতা থেকে দূরে থাকার দরুণ ভাষা আন্দোলনকেই তাদের অধিকার আদায়ের অস্ত্র রূপে গ্রহণ করে। গণপরিষদে আসন লাভ, স্বায়ত্তশাসন, ঐপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদির জন্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ভাষা আন্দোলনকে মোক্ষম হিসেবে বেছে নেয়।

ভাষা আন্দোলনের প্রকৃতি ও পর্যায়

- প্রথম পর্যায় : ১৯৪৭ সাল
- ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই। ১৯৪৭ সালের মে মাসে হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত এক উর্দু সম্মেলনে সভাপতির ভাষনে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান ঘোষণা করেন যে, “উর্দু হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা।” ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়া উদ্দিন আহমদ উর্দুর পক্ষে একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।
- ড. জিয়া উদ্দিন আহমদ এর বক্তব্যের জবাবে ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেন।



- রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সবচেয়ে পরিকল্পিত আন্দোলনের সূচনা করে তমুদুন মজলিশ। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের তরুণ প্রভাষক জনাব আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমুদুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তমুদুন মজলিশের অন্য সদস্যরা হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও শামসুল আলম।
- এ সংগঠনের মূল শ্লোগান ছিল “রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই”।
- শাসকগোষ্ঠী কোনভাবেই তাদের এ দাবীর প্রতি কর্ণপাত করে নাই। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর তমুদুন মজলিশ ঢাকাতে যুব-কর্মী সম্মেলন আহ্বান করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাক্ষেত্রে ও আদালত ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবী করা হয়।



জনাব আবুল কাশেম

- ১৯৪৭ সালে তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা বাংলা ভাষা প্রচলনের বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশ করে। অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কাশেম প্রমুখ বুদ্ধিজীবীগণ মিলে ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না-উর্দু?’ নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করে।
- ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মৌলানা আকরম খানের সভাপতিত্বে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবি জানানো হয় এবং একই দিন করাচিতে কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর প্রতিবাদে ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র নেতৃবৃন্দের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে ১৯৪৭ সাল ও তাঁর পূর্ববর্তী ঘটনা প্রবাহ ভাষা রাষ্ট্র ভাষা প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি কাজ চলতে থাকে।

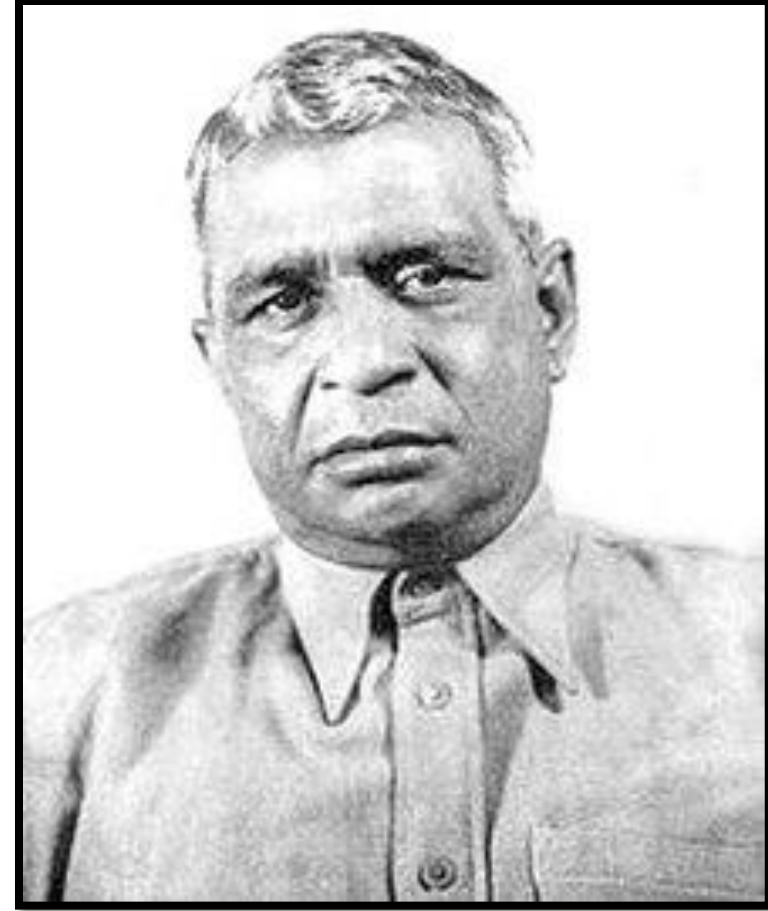
পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা

বাংলা — না উর্দু ?

তমদুর্ন মজলিস
প্রচার বিভাগ

- আমাদের প্রস্তাব
—(মজলিসের পক্ষ হইতে লিপিত)
- রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা
—অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন
- বাংলাই আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা হইবে
—আবুল মনসুর আহমদ

- দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৪৮ সাল
- ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করেন। মুসলিম লীগের সদস্যগণ এর বিরোধিতা করেন। এ প্রস্তাবের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন, (The miner) should realize that Pakistan has been created because of the demand of one hundred million Muslim in the sub continent and language of a hundred million Muslim is Urdu.



ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

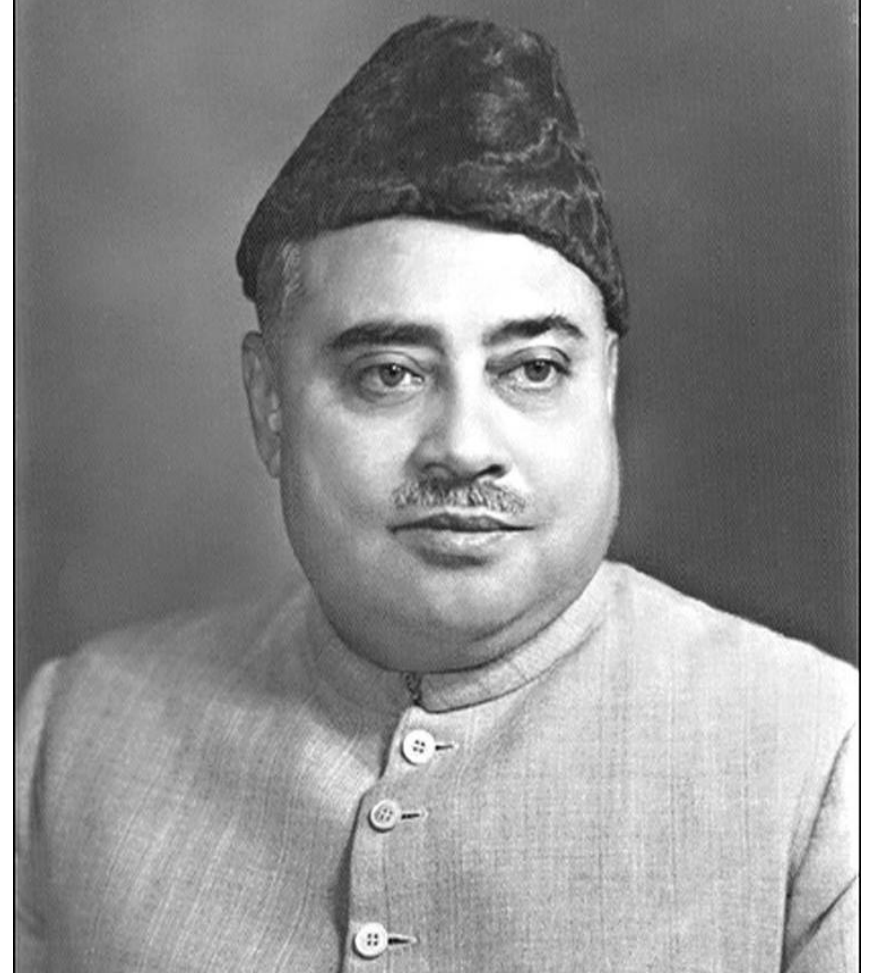
- অর্থাৎ পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং মুসলিম জাতির ভাষাই হবে এর রাষ্ট্র ভাষা। উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমানের দাবির ফলে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে এবং এ দশ কোটি মুসলমানের ভাষা হলো উর্দু। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়।
- ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য দিন। এদিন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয়। এই ধর্মঘট ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বঙ্গে পালিত হওয়া প্রথম সফল ধর্মঘট।
- ১১ই মার্চের আন্দোলন তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা পূর্ব পাকিস্তানে। বেগতিক দেখে খাজা নাজিমুদ্দিন আপোশের কথা তুললেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর ৮ দফা সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।



- ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের একজনসভায় ভাষণের এক পর্যায়ে ঘোষণা করেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি পূর্বের মত পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু ঘোষণা করেন।

চূড়ান্ত পর্যায় ১৯৫২ সাল

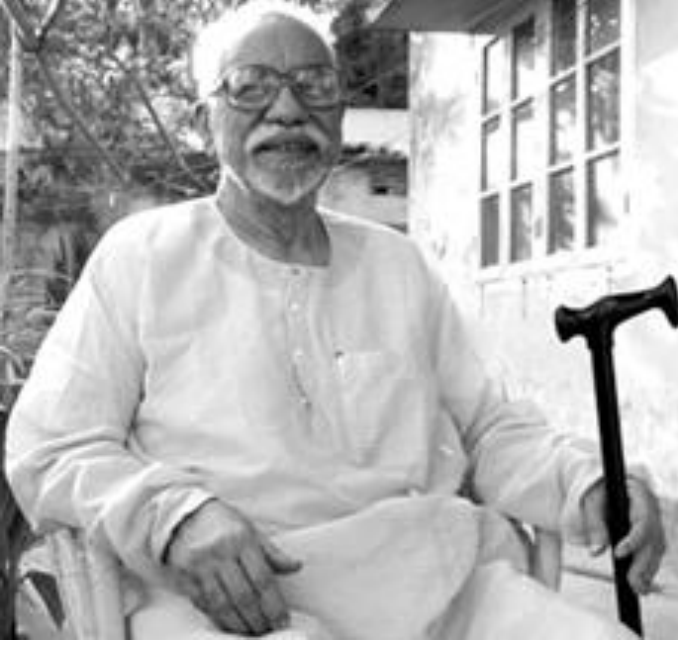
- ১৯৫১ সালে ১৬ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হবার পর খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।
- বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে ছাত্র সমাজের সঙ্গে স্বাক্ষরিত (১৫ মার্চ ১৯৪৮) চুক্তি ভঙ্গ করে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকা পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা দেন।



৩০ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। এর পূর্বে ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ আব্দুল মতিনকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট ও সভা সমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।



কাজী গোলাম মাহবুব



ভাষা সৈনিক গাজিউল হক



ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন

- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো কলাভবন প্রাঙ্গণে সমবেত হতে থাকে।
- ছাত্রনেতা গাজিউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের আমতলায় যে ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে ছাত্রনেতা আব্দুল মতিনের প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।



পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে ছাত্র জনতার খন্ড মিছিল পরিষদ ভবনের দিকে এগোতে থাকে। শান্তিপূর্ণ এ মিছিলটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে এলে পুলিশ ও ইপিআর শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলে লাঠি চার্জ, কাঁদনে গ্যাস নিক্ষেপ এবং গুলি চালায়।



সালাম

বরকত

রফিক

শফিউর

জব্বার

- শহীদ হন সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক এবং ১৭ জন ছাত্র আহত হয়। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২১ ফেব্রুয়ারির হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোকমিছিল বের করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি শহীদ হন শফিউর রহমান, রিক্সাচালক আউয়াল এবং আরো এক কিশোর।
- এভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হলো এক রক্তাক্ত ইতিহাস। শেষ পর্যন্ত সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে সম্মত হন। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

- **১. রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি (to create political awareness):** রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাঙালির রাজনৈতিক চেতনায় ইতিবাচক সাড়া জাগায়। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির মুক্তির আকাংখাকে তীব্রতর করে ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনের সংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নিয়োজিত হয়ে দেশের স্বাধীনতার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।
- **২. সাংস্কৃতিক বন্ধন (Cultural Beardless):** ভাষার বন্ধন রচিত হয় এদেশের মানুষের মুখের ভাষার স্বকিয়তা সৃষ্টি হয়। ছাত্র জনতা সম্মিলিত ভাবে ভাষার যে স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে রত হয় তা শুধু আদায় হয়নি। বরং বাংলা ভাষা-ভাষির মধ্যে সর্বজনীন একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ধর্মীয় ঐক্যর চেয়ে তীব্রতর হয়।
- **৩. সংগ্রামী মনোভাব (Struggling motives):** বাঙালিরা এর পূর্বে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন করেছে কিন্তু সর্বজনীনতা এর পূর্বে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন করেছে কিন্তু সর্বজনীনতা লাভ করেনি। কিন্তু ভাষা আন্দোলন সর্বস্তরে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং ছাত্রজনতা সকলের মধ্যে পাকিস্তান শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের চাপিয়ে দেয়া উর্দু ভাষার বিপক্ষে জনমত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

- **৪. মধ্যবিভূদের রাজনৈতিক বিকাশ :** ভাষা আন্দোলনে মূলত ছাত্ররা প্রথম জড়িত হয় এবং মধ্যবিভূ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলাদেশে মধ্যবিভূ শ্রেণী সচেতন হয় এবং ভাষা ভিত্তিক সংস্কৃতি চর্চা করতে থাকে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত সব কয়টি আন্দোলনের নেতৃত্বের রশি মধ্যবিভূের হাতে থাকে। ফলে উচ্চ শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি অনেকটা কমে যায়।
- **৫. অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন :** বাংলা ভাষাভাষীদের পাকিস্তানিরা অযোগ্য মনে করতেন। এজন্য তাদেরকে উচ্চতর কোন পদে চাকরি প্রদান, সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ এবং সরকারি চাকরিতে নিয়োগে কম গুরুত্ব প্রদান করতো। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালীর চেতনাবোধের ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয়। যা ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালিকে অধিকার সচেতন করে তোলে এবং পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে আগ্রহী করে তোলে।
- **৬. অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ :** অন্যায়ের প্রতিবাদে বাঙ্গালী তরুণ শিক্ষার্থীদের ক্রমান্বয়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলনে অতিষ্ঠ হতে থাকে। বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের অনুপ্রেরণা জাগায়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি শাসক গোষ্ঠীর উদাসীনতা, অবজ্ঞা এবং অধিকার বঞ্চনা এদেশের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী সহ সকলের বিদ্রোহ মনোভাব সৃষ্টি করে।
- **৭. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি :** পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম চেতনা বোধ কাজ করেছিল এবং ভাষা আন্দোলনে বাংলা ভাষাভাষী তথা বাঙ্গালী চেতনা বোধ কাজ করে। যা ক্রমান্বয়ে 'উর্দু ভাষীদের প্রতি গভীর ঘৃণার জন্য দেয় এবং বাঙ্গালীদের মধ্যকার সংহতি ও একাত্মতার জন্ম দিতে থাকে। পাকিস্তানীদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাতে থাকে এবং নতুন জাতিস্বত্ত্বের জন্ম দিতে থাকে।

- **৮. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন:** ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালীর গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ সাধিত হতে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীর বিপক্ষে সংখ্যালঘু পাকিস্তানিরা যে প্রভাব বিস্তার করতো তা বাঙ্গালীর উপেক্ষা করে এদেশের স্বায়ত্ত্বশাসন পেতে আগ্রহী হয়ে আছে এর ফলে এদেশের মানুষ এদেশের শাসন পরিচালনা করবে। এই মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকে।
- **৯. জাতীয়তাবাদের বিকাশ:** রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এ শ্লোগান বাঙ্গালীদের ভাষা প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ করে। প্রথম পর্যায়ে এ আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক। পরবর্তীদের বাঙ্গালীর স্বাধীনতার স্পৃহা জাগায়। পশ্চিম পাকিস্তানীদের আনুগত্য পরিহার করে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালীরা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। যা পৃথিবীর মানচিত্রে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
- **১০. ছাত্রদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি :** ভাষা আন্দোলনে মূলত: ছাত্র ও যুব শ্রেণী অংশগ্রহণ করে এবং ১৯৫২ সালে ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারিতে মূলত ছাত্ররা আন্দোলন করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অনেকে শহীদ হন। ছাত্রদের এই সংগ্রাম এই আত্মত্যাগ তাদেরকে ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালীদের মনকে নাড়া দেয় এবং আস্থার প্রতীক হতে থাকে। ছাত্র আন্দোলন পরবর্তীতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে থাকে। ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনের সাথে যুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দেয়।
- **১১. স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম :** ১৯৪৭ সালে ভারত বর্ষ বিভক্তির পর পাকিস্তানিরা যে উর্দুপ্রীতি দেখায় তাতে এদেশের মানুষের ক্রমান্বয়ে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতে থাকে। এক পর্যায়ে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতা পেতে আগ্রহী হয় এবং আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালে সর্বশক্তির বাঙ্গালীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এবং মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয় 'বাংলাদেশ'।

THANK YOU